যত্নে রাখুন আয়ু বাড়ান

কম্পিউটারের উপর নির্ভরশীলতা আমাদের বেড়েই চলছে। প্রতিদিনই বিভিন্ন কাজে পিসি ব্যবহার করলেও এটির রক্ষণাবেক্ষনের ব্যাপারে আমরা তেমন সচেতন হইনা। ফলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কম্পিউটারের পারফরম্যান্স হয় নিম্নমুখী। পিসি থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা গ্রহণে তাই প্রয়োজন নিয়মিত যত্নের। এ ক্ষেত্রে নিচের টিপস্ গুলো আপনার কাজে অনেক সহয়তা করবে।

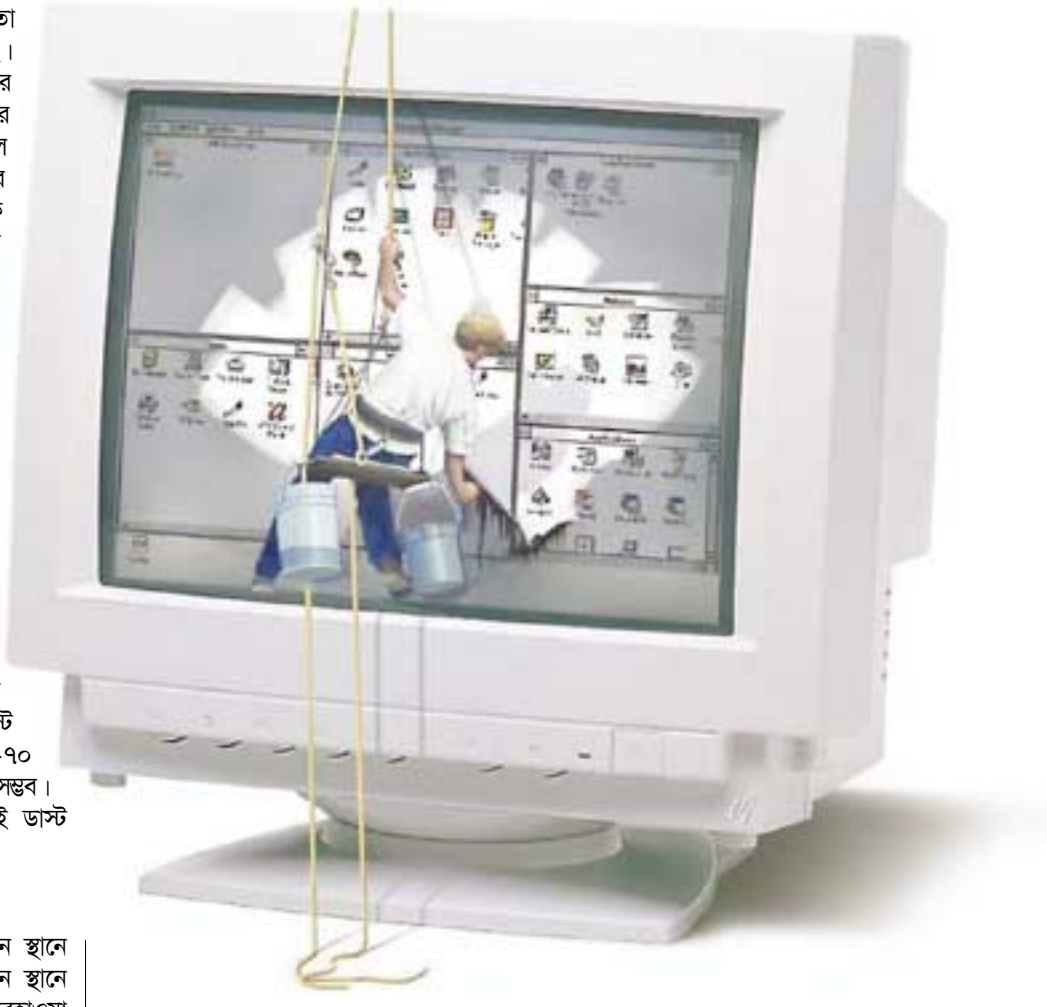

ডাস্ট কভারের ব্যবহার

মোটামুটিভাবে পুরো কম্পিউটারকে ধুলোবালির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ডাস্ট কভারের বিকল্প নেই। আমাদের দেশের পরিবেশে কম্পিউটারের জন্য ডাস্ট কভার খুবই জরুরি। কাজ করার পর অবশ্যই ডাস্ট কভার দিয়ে পিসি এবং অন্য ডিভাইসগুলো ঢেকে রাখতে হবে। প্রয়োজনবোধে মোটা কাপড় দিয়ে ডাস্ট কভার তৈরি করা যেতে পারে। ডাস্ট কভার ব্যবহারের মাধ্যমে শতকরা ৬০-৭০ ভাগ ধুলোবালি থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। তাই কম্পিউটার কেনার দিন থেকেই ডাস্ট কভার ব্যবহারে মনোযোগী হোন।

তাপ ও আর্দ্রতা

সরাসরি সূর্যের আলো লাগে এমন স্থানে কম্পিউটার রাখবেন না। আবার এমন স্থানে রাখবেন না যেখানে স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া বিরাজমান। কেননা প্রচুর জলীয়বাষ্পযুক্ত বাতাস অনেক সময় পিসির বিভিন্ন ডিভাইসকে ড্যাম্প করে দিতে পারে। তাই পিসির জন্য মোটামুটিভাবে হালকা ঠান্ডা, শুকনো এবং অবশ্যই ধুলোবালি মুক্তস্থানই উপযুক্ত জায়গা।

ভোল্টেজের ভানুমতি খেল-তামাশা

আজকাল আমাদের দেশে ইলেকট্রিসিটি খুবই সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে। লোডশেডিং প্রতিনিয়ত আমাদের জীবনযাত্রায় অসুবিধা সৃষ্টি করে চলেছে। তাই আপনার এলাকা বুঝে একটা সময় নির্ধারণ করুন যখন সাধারণত লোডশেডিং হয় না। কেননা বারবার ইলেকট্রিসিটির ওঠানামার ফলে কম্পিউটারের ক্ষতি হতে পারে। ভোল্টেজের ওঠানামায় ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য স্ট্যাবিলাইজার ব্যবহার করতে পারেন। আপনার কম্পিউটারের জন্যে আলাদাভাবে প্লাগ লাইনের ব্যবস্থা রাখুন। যদি সামর্থ্যে কুলায় তবে লোডশেডিং মোকাবেলার জন্য স্বল্প দামের মধ্যে একটা ইউপিএস কিনে ফেলুন। কেননা ইউপিএস-এর মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় ডাটা রক্ষা করা যায় অনায়াসে। আসলে কম্পিউটারের যত্নে দৈনন্দিন থেকে শুরু করে সাপ্তাহিক, মাসিক এমনকি ষান্মাসিক যত্ন নেয়া প্রয়োজন।

দৈনন্দিন যত্ন

কম্পিউটার অন করার আগেই সকল তার ও সংযোগ চেক করে নিন তা সঠিকভাবে লাগানো আছে কিনা? কম্পিউটার বন্ধ করার পর কিছুটা সময় নিয়ে সিপিইউ (কেসিং অংশটি) ও মনিটরটিকে ঠান্ডা হতে দিন।

টিপস্ এন্ড ট্রিকস

হারানো ফাইল খুঁজবেন...

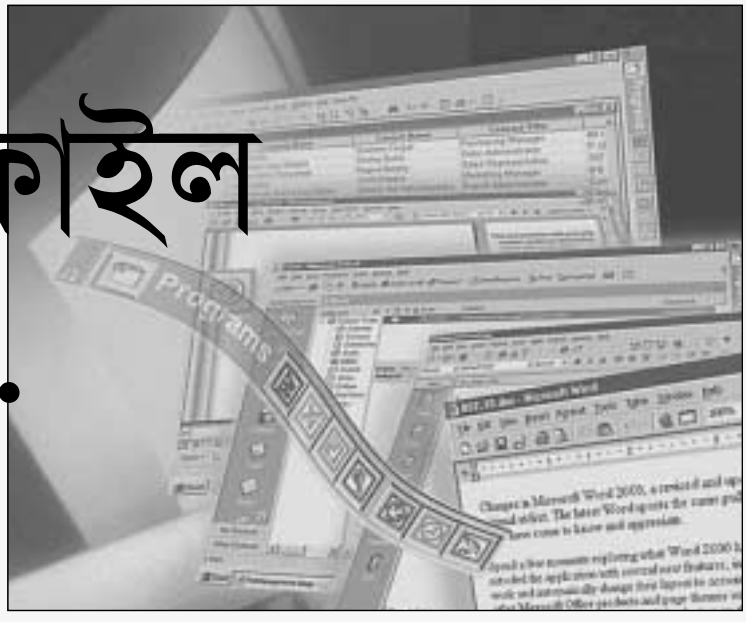

বর্তমান সময়ের ৪০ গিগাবাইটের হার্ডডিস্কের অধিকাংশই জুড়ে থাকে অডিও, ভিডিও, গেমস্ কিংবা দেশী বিদেশী নানা সফটওয়্যারে। কর্মব্যস্ত সারাদিনে কম্পিউটারে কাজ করতে গিয়ে নানা সময়ে আমরা প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় অনেক ফাইল তৈরি করে থাকি। কিন্তু কাজের প্রয়োজনে এই বিশাল আয়তনের হার্ডডিস্কে ক্ষুদ্র কোনো ফাইল হারিয়ে গেলে তা খুঁজে পাওয়া মোটামুটি একটি দুষ্কর কাজ। এই দুষ্কর কাজটি মাইক্রোসফট উইন্ডোজের বিল্ট ইন সার্চিং টুলস্ করে দিয়েছে অনেক সহজ। আজ আমরা এই টুল ব্যবহার করে কিভাবে অল্প সময়ে কাঙ্ক্ষিত ফাইলটি খুঁজে পাওয়া যায় তাই আলোচনা করবো।

ফাইলের নামানুসারে

হারানো কিংবা কাঙ্ক্ষিত ফাইলের নাম জানা থাকলে তা নেইম ইনে টাইপ করে সার্চ করা যায়। লুক ইন বক্সে হার্ড ডিস্কের কোন ড্রাইভ থেকে সিস্টেম নির্দিষ্ট ফাইল খুঁজবে তা উল্লেখ করতে পারেন। যদি ফাইলের নাম নিয়ে কোনো দ্বিধা থাকে তবে ফাইল টাইপের মাধ্যমে খুঁজতে পারেন। যেমন এমএস ওয়ার্ডের ফাইল .doc হিসেবে সেভ হয়। তাই সিস্টেমের সমস্ত ডকুমেন্ট ফাইল খুঁজতে টাইপ করুন doc । তেমনি নোটপেডের .txt ফাইল মুভি ফাইল .jpg অথবা . mpg ছবির ফাইল .jpg,

.gif, .bmp হিসেবে খুঁজতে পারেন। আবার যদি আপনি ফাইলের নামের আদ্যক্ষর জানেন এবং আরো জানেন এতে কয়টি লেটার আছে, তবে আদ্যক্ষর লিখে বাকি ঘরগুলো ? দিয়ে পূর্ণ করে সার্চ করুন। যেমন : jewel ফাইলটির আদ্যক্ষর জানা আছে সেক্ষেত্রে লিখতে হবে???? আবার কোনো ডকুমেন্ট খুঁজবেন তার নাম জানেন না কিন্তু তার কনটেন্ট সম্পর্কে ধারণা আছে। ধরা যাক তা আপনার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত কোনো ফাইল এবং এতে একাধিক বার আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তবে নেমে .doc এবং কনটেইনিং টেক্সটে প্রতিষ্ঠানের নাম লিখে সার্চ করুন।

তারিখ অনুসারে

সিস্টেমের যে কোনো ফাইল তারিখ অনুসারেও খুঁজে বের করা যায়। এই উইন্ডো থেকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তৈরি কিংবা পরিবর্তিত যে কোনো ফাইল খুঁজে পাওয়া যায়। আবার চাইলে

কম্পিউটারটি স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এলে অবশ্যই ডাস্ট কভার দিয়ে ঢেকে ফেলুন।

সাপ্তাহিক যত্ন

পুরো সপ্তাহে একদিন সময় নিয়ে মাউস, কী-বোর্ড ইত্যাদিসহ মনিটর, কেসিং ভালোভাবে নরম কাপড় দিয়ে হালকা গ্লাস ক্লিনার দিয়ে মুছে ফেলুন। এতে করে পুরো সপ্তাহের ধুলোবালি মুছে যাবে। আপনার কম্পিউটারটি থাকবে ঝকঝকা চমৎকার।

মাসিক যত্ন

প্রতিমাসে একবার কেসিং খুলে এর ভেতরকার ধুলোবালি পরিষ্কার করা উচিত। আমরা আগেই বলেছি যে, ডাস্ট কভারের মাধ্যমে শতকরা ৬০-৭০ ভাগ ধুলোবালি থেকে

নির্দিষ্ট মাস কিংবা দিন আগের তৈরি যে কোনো ফাইল থেকে কাঙ্ক্ষিত ফাইলটি খুঁজে পেতে পারেন।

অ্যাডভান্সড সার্চ

টাইপ অনুসারে ফাইল সার্চ করার কথা আগেই বলা হয়েছে, তবে যদি কোনো ফাইলের টাইপ জানা না থাকে, তবে এই উইন্ডো থেকে তা সার্চ করতে পারবেন। অ্যাডভান্সড উইন্ডোতে রয়েছে সিস্টেমের ব্যবহৃত সমস্ত ফাইল টাইপের একটি বিশাল ডাটাবেইজ, এখান থেকে আপনার টাইপটি অনুমান করে সার্চ করতে পারেন। আবার ফাইলের সাইজ জানা থাকলেও তা এখান থেকে সার্চ করতে পারবেন। ধরা যাক আপনি সিস্টেম থেকে এডোবি ফটোশপ ফাইলটি খুঁজছেন, আপনি জানেন যে, এটির সাইজ কমপক্ষে ৩০ মেগাবাইট হবে। প্রথমেই বলে নেই এখানে সব ফাইলের সাইজ কিলোবাইটে প্রকাশ করে সার্চ করতে হয় এবং এক মেগাবাইট=১০০০ কিলোবাইট। তাই সেক্ষেত্রে উইন্ডো হতে সাইজ অপশনে at least ৩০,০০০ কিলোবাইট লিখে সার্চ দিলে নির্দিষ্ট ড্রাইভের ৩০ মেগাবাইট এবং তদুর্ধ্ব সব ফাইল প্রদর্শন করবে। আবার যদি কোনো এমপিথ্রি গান খুঁজছেন এবং সাধারণত এই ফাইলগুলোর সাইজ ৬ মেগাবাইটের বেশি হয় না, সেক্ষেত্রে সাইজ অপশনে at most ৬,০০০ কিলোবাইট লিখে সার্চ দিলে ৬ মেগাবাইটের মধ্যে সব ফাইল প্রদর্শন করবে। সেখান থেকে আপনার প্রয়োজনীয় ফাইলটি সহজেই খুঁজে পেতে পারেন।

জাহাঙ্গীর আলম জুয়েল

রক্ষা পাওয়া সম্ভব। আর তাই কিছু ধুলোবালি কেসিংয়ের মধ্যে প্রবেশ করে সবার অজান্তেই।

সাধারণত শীতকালে মাকড়সা, তেলাপোকা ইত্যাদি জাতীয় প্রাণী কেসিংয়ের মধ্যে বাসা বাঁধে। তাই যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। সুতরাং একটি নরম কাপড় দিয়ে খুব সাবধানে সিপিইউ-এর ভেতরকার অংশ পরিষ্কার করুন। তাই পাঠক আর দেরি না করে আজই শুরু করুন আপনার অতি আদরের কম্পিউটারটির যত্ন। মনে রাখবেন, যত্নে রাখলে কম্পিউটারটির সার্ভিস পাবেন অনেক বেশি দিন। অর্থাৎ কম্পিউটারের সযত্ন ব্যবহারে আপনি পাবেন দীর্ঘস্থায়ীত্বের স্বস্তি।

সাবধানতা

কম্পিউটারের যত্ন নেওয়ার আগে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। বাজারে কম্পিউটার ক্লিনার হিসেবে বেশকিছু লিকুইড পাওয়া যায়। আপনি একটু চেষ্টা করলে নিজেই এই লিকুইড ব্যবহার করে নরম কাপড় বা তুলা অথবা টিস্যু পেপার ব্যবহারের মাধ্যমে কম্পিউটারের বাহ্যিক যত্ন নিতে পারেন। এছাড়াও কম্পিউটারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশের মধ্যে শুকনো ব্রাশ ব্যবহার করে ধুলোবালি পরিষ্কার করতে পারেন। তবে সাবধান, খুব একটা শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। মাদারবোর্ডসহ বিভিন্ন ডিভাইসের সঙ্গে যেসব তার সংযুক্ত রয়েছে তা সাবধানে নাড়াচাড়া করতে হবে। প্রয়োজনবোধে কেসিং খুলে আগেই দেখে নিন কোথায় কোন তারের অবস্থান। এবং কোথা থেকে কোথায় সংযোগ দেওয়া আছে। নতুবা পরবর্তীতে আপনি অহেতুক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন।

পিসির যত্নে কিছু উল্লেখযোগ্য টিপস

কম্পিউটারের কেসিং খুব বেশি প্রয়োজন না হলে স্থানান্তর করবেন না। যদি একান্তই প্রয়োজন হয় তবে খুব সাবধানে স্থানান্তর করুন। । কেননা অতিরিক্ত ঝাঁকুনি আপনার কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারের ক্ষতি করে থাকে।

সিপিইউ-এর সঙ্গে সংযুক্ত প্লাগ মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখুন। ঢিলা প্লাগ সব সময়ই কম্পিউটারের জন্য ক্ষতিকর। তাই যখনই দেখবেন কোনো প্লাগ ঢিলা অবস্থায় আছে সঙ্গে সঙ্গে শক্তভাবে লাগিয়ে দিন।

কম্পিউটার একবার বন্ধ করে আবার সঙ্গে সঙ্গে চালু করবেন না। যদি একান্তই প্রয়োজন হয় তবে একটু সময় নিন। তারপর পুনরায় কম্পিউটার চালু করুন।

বছরে অন্তত একবার বিশ্বস্ত এবং ভালোমানের একজন হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে পুরো কম্পিউটার সিস্টেমটি সার্ভিসিং করিয়ে নিন। এতে করে অনাকাঙ্ক্ষিত ঝামেলা থেকে রেহাই পাবেন পুরো বছর।

বিদ্যুতের বার বার ভোল্টেজ ওঠানামা কম্পিউটারের জন্য খুবই ক্ষতিকর একটি বিষয়। তাই যে করেই হোক একটি ভালোমানের ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার কিনে ফেলুন কম্পিউটার কেনার সঙ্গে সঙ্গেই।

সম্ভব হলে ইউপিএস ব্যবহার করুন। এতে করে কিছুটা হলেও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ পাবেন। ফলে হুট করে বিদ্যুৎ চলে গেলেও আপনি পাবেন সঠিক নিয়মে কম্পিউটার বন্ধের সুযোগ। এবং সেই সঙ্গে পাবেন ডাটা পুরোপুরিভাবে সেভ করার সুযোগও। মূলত ইউপিএস ব্যবহারের মাধ্যমে আপনি অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত ঝামেলার হাত থেকে রক্ষা পাবেন খুব সহজেই।

প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার উইন্ডোজের স্ক্যানডিস্ক এবং ডিফ্র্যাগমেন্ট প্রোগ্রাম চালিয়ে আপনার হার্ডডিস্ককে পরীক্ষা করুন।

খুব বেশি প্রয়োজন না হলে হার্ডডিস্ক ক্রমাগত ফরমেট বা পার্টিশন করা থেকে বিরত থাকুন।

সঠিকভাবে সকল প্রোগ্রাম চালনা করার জন্য হার্ডডিস্ককে সবসময় ১৫% থেকে ২০% ফাঁকা স্থানে রাখুন। সকল প্রোগ্রাম রুট ডিরেক্টরিতে ইনস্টল করুন। অন্যান্য ড্রাইভে প্রোগ্রাম ইনস্টল করা থেকে বিরত থাকুন।

রুট ডিরেক্টরিতে কম সংখ্যক ডিরেক্টরি তৈরি করুন। প্রয়োজনবোধে অন্যান্য ডিরেক্টরির সাব ডিরেক্টরি রাখুন। সিস্টেম পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে আপনার কম্পিউটারকে অবাঞ্ছিত ব্যবহারকারীর হাত থেকে রক্ষা করুন।

আনাড়ি কাউকে আপনার কম্পিউটার ব্যবহার থেকে বিরত রাখুন। না জেনে কোনো প্রোগ্রাম এডিট করবেন না। কেননা এতে করে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। যে কোনো প্রোগ্রামের খুঁটিনাটি জানার জন্য হেল্প মেন্যুর দ্বারস্থ হোন।

কে এম শামীম হায়দার
shamim_hayder@hotmail.com